প্রকাশকের নিবেদন

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান এখন 'সংসদ বাংলা অভিধান' নামে পরিচিত হল। ১৯৫৭ সালে যখন প্রথম এই অভিধান প্রকাশিত হয়, তখন বাঙ্গালা অভিধান নামটি সেই সময়ের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বাঙ্গালা শব্দটি প্রায় বর্জিত হয়ে গেছে। সময়ের সঙ্গে সংগতি রাখতে হলে 'সংসদ বাংলা অভিধান' নামটিই উপযুক্ত মনে হয়।

সংসদ বাংলা অভিধানের প্রথম সংস্করণ শৈলেন্দ্র বিশ্বাসের বিপুল শ্রম ও গভীর নিষ্ঠার ফল। কিন্তু অভিধানের সংশোধন পরিমার্জনা ও পরিবর্ধনও সমান শ্রমসাধ্য এবং সমান নিষ্ঠা ও অনুধ্যান দাবি করে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করেছিলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত, অনুরূপভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ প্রস্তুত করেছিলেন অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। ঠিক ষোলো বছর পরে প্রকাশিত হল সংসদ বাংলা অভিধানের পঞ্চম সংস্করণ। এটি প্রস্তুত করেছেন বিশিষ্ট আভিধানিক অধ্যাপক সুভাষ ভট্টাচার্য।

সংসদ বাংলা অভিধানের এই পঞ্চম সংস্করণ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, এই সংস্করণে সাধুভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিষয় নির্বাচনে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অজস্র নতুন শব্দ গৃহীত হয়েছে। তৃতীয়ত, এই প্রথম শব্দ ভাঙার সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে। চতুর্থত, বন্ধনীর মধ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাক্য বা বাক্যাংশ দিয়ে প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। পঞ্চমত, শুধু প্রতিশব্দ নয়, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শব্দের ব্যাখ্যামূলক অর্থ দেওয়া হয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি অভিধানটিকে ত্রুটিমুক্ত এবং সর্বৈব ব্যবহারোপযোগী করে তুলতে।

পরিশেষে একটি কৈফিয়তের প্রসঙ্গ। দীর্ঘকাল এক অনিবার্য যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে অভিধান মুদ্রণের কাজ স্থগিত রাখতে হয়েছিল। এবং অভিধানের দুটি অংশ দুই ভিন্ন পদ্ধতিতে ছাপতে হয়েছে। অ থেকে ন পর্যন্ত ফোটো টাইপ সেটিং (PTS) পদ্ধতিতে এবং পরবর্তী অংশ ডিটিপি (DTP) পদ্ধতিতে মুদ্রিত হয়েছে। ফলে দু-একটি ক্ষেত্রে টাইপে পার্থক্য দেখা যাবে। প্রথম দিকে ক্র, পরে ক্র ইত্যাদি। তবে এগুলি নিতান্তই গৌণ ব্যাপার।

অন্যান্য সংস্করণের মতো আদ্যন্ত সংশোধিত ও পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণও পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে এই আশা করি।

কলকাতা
অক্টোবর ২০০০

দেবজ্যোতি দত্ত

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

অভিধানমাত্রেই ভাষার দর্পণ। যে-কোনো জীবিত সচল ভাষা সদাপরিবর্তমান। পরিবর্তন হয় শব্দের শরীরে অর্থাৎ বানানে, পরিবর্তন হয় অর্থে ও প্রয়োগে। অনেক শব্দ অব্যবহারে বাতিল হয়, অনেক নতুন শব্দ ভাষায় অন্তর্ভুক্তির দাবিদার হয়। এই পরিবর্তনশীলতার জন্যই অভিধানের ক্রমাগত পরিমার্জনা ও সংশোধন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। অভিধান একাধারে ভাষার দর্পণ এবং ভাষার প্রমিতীকরণের শক্তিশালী হাতিয়ার। এই দ্বৈতভূমিকা সার্থকভাবে পালন করতে হলে অভিধানকে অনড় ও স্থাণু হয়ে থাকলে চলবে না। আবার দ্রুত পরিমার্জনাও প্রায়ই সম্ভব হয় না। কেননা ভাষার পরিবর্তনগুলি ধীরে ধীরে প্রকট বা দৃশ্যমান হয়। সংসদ বাংলা (আগেকার বাঙ্গালা) অভিধান বাঙালির সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং ব্যবহারযোগ্য অভিধান। বৃহত্তর ও স্ফীততর অভিধানের অভাব নেই বটে। কিন্তু বিশাল কলেবর এবং পরিমার্জনার অভাবে সেগুলি নিয়তব্যবহার্য থাকছে না। অন্য সংক্ষিপ্ত অভিধানগুলিরও প্রধান সমস্যা সংশোধন ও পরিমার্জনার অভাব। সেদিক থেকে সংসদ বাংলা অভিধানই পাঠকদের বিবেচনায় সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহারযোগ্য অভিধান। এই একটি অভিধান যেটি কয়েক বছর অন্তর প্রায় নিয়মিত সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়। বর্তমান সংস্করণের সম্পাদক পাঠকদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশ্নসংবলিত চিঠি পেয়েছেন। সেইসব চিঠির সংখ্যা এবং পাঠকদের কৌতূহলের বিভিন্নতা ও বহুলতা এই অভিধানের জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে।

এই পঞ্চম সংস্করণে অভিধানটির বহিরঙ্গে এবং প্রকৃতিতে ব্যাপক ও গভীর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নীচে একে একে সেই পরিবর্তনগুলির কথা বলা হল। এ থেকে পাঠক বুঝবেন এই সংস্করণে কত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছে।

১. **নতুন শব্দ সংযোজন**

লক্ষ করা গেছে যে কিছু প্রচলিত শব্দ চতুর্থ সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তা ছাড়া গত দুই দশকে প্রচুর নতুন শব্দ বাংলায় প্রচলিত হয়েছে। কবি ও সাহিত্যিকদের সৃষ্ট শব্দ গৃহীত হয়েছে। সংবাদপত্রের দৌলতেও কিছু শব্দ চলে গেছে। এই সংস্করণে সেসব শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংযোজিত নতুন শব্দের মধ্যে আছে—প্রতীকী, নিরশ্রু, মনস্থির, পক্ষবিধূনন, ঝাঁকিদর্শন, নিপাট, ঝাড়াই-বাছাই, দোলাচলচিত্ত, নবপল্লব, পদযাত্রা, ধনতন্ত্র, নন্দোৎসব, কমরেড, বন্‌ধু, কর্মবিরতি, ধুন, নিরালোক, ক্যাডার, বুর্জোয়া, রেকর্ড, মালাইকারি, বুলেটিন, প্রকৌশল, চামচা, গুরু (অশোভন), গুবলেট, মোর্চা, ভ্যানতারা, নির্ভেজাল, নির্মেঘ, নিশ্চিহ্ন, প্রবক্তা, পাতলুন, নিষ্ক্রান্ত, নীচাশয়, বাতেল্লা/বাত্তেলা, ফাঁট, খচরামি, অরিত্র, মহার্ঘ, মহার্ঘভাতা, হম্বিতম্বি, বৈনাশিক, বোনাস, ফান্ডা, ঝুল (বাজে অর্থে), লুকোচুরি, লালবাতি, মোটমাট, মেনু, ভাবধারা, প্যাঁক দেওয়া (অশোভন), নাড়া বাঁধা, নির্বান্ধব ইত্যাদি।

২. **উৎসনির্দেশে পরিবর্তন**

উৎস বা ব্যুৎপত্তিনির্দেশে আগের সংস্করণে যেসব ভুল বা অসংগতি ছিল সেগুলি সংশোধন করা হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ—

ক. **ধুনি** চতুর্থ সংস্করণ → [দেশী]
পঞ্চম সংস্করণ → [তু· হি· ধুনী (সন্ন্যাসীর জ্বালানো আগুন)]
খ. **নিপট** চতুর্থ সংস্করণ → [<সং· নিবিড়]
পঞ্চম সংস্করণ [হি· নিপট]
গ. **ধাতানো** চতুর্থ সংস্করণ → [দেশী]
পঞ্চমে সংস্করণ → [তু হি ধতকারনা = তাড়ানো, ধমক দেওয়া]

৩. অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দের সমার্থক শব্দ ছাড়াও ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিও দেওয়া হয়েছে—

১. **দোপাটি** — চতুর্থ সংস্করণ বি· ফুলবিশেষ।
পঞ্চম সংস্করণ বি· লাল বা গোলাপি রঙের পাপড়িযুক্ত ছোটো মরশুমি ফুলবিশেষ।
২. **ধুতরা** — চতুর্থ সংস্করণ বি· বিষাক্ত ফলবিশেষ ও তাহার গাছ বা ফুল।
পঞ্চম সংস্করণ বি· উপক্ষারধারী বনৌষধিবিশেষ; বিষাক্ত ফলবিশেষ বা তার গাছ ও ফুল।

৪. **অসম্পূর্ণ বিবৃতিকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে—**
নকশা শব্দের রঙ্গ বা ন্যাকামি অর্থ চতুর্থ সংস্করণে ছিল না, এই সংস্করণে তা সংযোজিত হয়েছে। ট্যাঁড়শ শব্দের আলংকারিক অর্থও সংযোজিত হয়েছে।

৫. বিবৃতিতে সাধুভাষার পরিবর্তে ঋজু চলিতভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সেই বিবৃতিতে অভিধানের উপযোগী গাম্ভীর্যও বজায় রাখা হয়েছে।

৬. ভাষায় নবাগত শব্দ বহুলাংশে সংযোজিত হয়েছে। বহু অশোভন, সম্পূর্ণ কথ্য ও অনাচারিক (informal) শব্দ গৃহীত হয়েছে—যথা, কর্মবিরতি, ক্যাডার, মোর্চা, বুর্জোয়া, বুলেটিন; ঢপ, ঝুল, গুল, গুলি মারা, গুবলেট, ভ্যানতারা প্রভৃতি।

৭. শব্দার্থকে স্পষ্ট ও সহজবোধ্য করতে বাক্য বা বাক্যাংশ দিয়ে প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। সাহিত্য থেকে প্রচুর উদাহরণ ও উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে।

৮. শব্দের বিবৃতি ও অর্থের ব্যাখ্যাই সবসময় যথেষ্ট হয় না। শব্দের প্রয়োগের স্তর বা এলাকাও (levels of usage) নির্দেশ করার প্রয়োজন হয়। এই সংস্করণে অশালীন, অশোভন, অশিষ্ট, কথ্য, গ্রাম্য মার্কা দিয়ে এক-একটি শব্দের ব্যবহারের স্তর দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৯. এই সংস্করণের বর্ণানুক্রম পূর্ববর্তী সংস্করণে অনুসৃত ক্রমের থেকে পৃথক। অ্যা এসেছে অ-এর পরে। হস্‌চিহ্নকে উপেক্ষা করে ক্রম স্থির করা হয়েছে—দিগ্‌গজ আগে এসেছে, দিগন্ত পরে। অন্তঃস্থ-য আগে এসেছে, অন্তঃস্থ-য় পরে।

১০. ভাষায় নতুন শব্দ যেমন তৈরি হয় বা প্রবেশ করে, তেমনি পুরোনো অর্থও বদলে যায় কিংবা নতুন অর্থ যুক্ত হয়। শব্দের অর্থবদলে কবিদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রভৃতি কবির তৈরি বা ব্যবহৃত কিছু শব্দ আমাদের ভাষার অপরিহার্য উত্তরাধিকার হিসাবে গণ্য। তেমনকিছু শব্দ বা শব্দের ব্যবহার এই অভিধানে গৃহীত হয়েছে। অনামিক, অপ্রতর, অঙ্কুট, বৈনাশিক, অনির্বেদ প্রভৃতি শব্দ এই অভিধানে এসেছে। শব্দের পুরোনো বা অচলিত অর্থকে নতুন করে ব্যবহার করেছেন কোনো কোনো কবি। অঞ্চিত শব্দের একটি অপ্রচলিত অর্থ বাঁকা বা কুঞ্চিত। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই অর্থে লিখেছেন 'অধরের অঞ্চিত কার্মুকে'। এই অভিধানে এই অর্থ সংযোজিত হয়েছে। ভুঞ্জা শব্দটি ছিল বিরলপ্রয়োগ। সুধীন্দ্রনাথ তাকেও কবিতায় ব্যবহার করেছেন—'ভুঞ্জেছি নিষ্কুণ্ঠমনে সে-সকলই'।

১১. পাঠক লক্ষ করবেন এই সংস্করণে অনেক শব্দের মাঝখানে বিন্দুচিহ্ন দেওয়া আছে। পঙ্‌ক্তির শেষে প্রায়ই শব্দকে ভেঙে লেখার প্রয়োজন হয়। যে-কোনো জায়গায় শব্দকে ভাঙা যায় না। যেখানে শব্দ ভাঙা যায় সেখানেই বিন্দুচিহ্ন দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের প্রস্তাব এই যে, যেখানে বিন্দু নেই সেখানে শব্দকে ভাঙা অসংগত।

এই অভিধানটির সংশোধন ও পরিমার্জনার সময় বহু সাহিত্যিক পণ্ডিত ও গবেষকের সাহায্য পেয়েছি। যাঁদের উপদেশ ও সাহায্যের জন্য সম্পাদনার কাজ সহজ হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীশঙ্খ ঘোষ, শ্রীপবিত্র সরকার, শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়, শ্রীরমেন ভট্টাচার্য, রমাতোষ সরকার এবং শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিভাষা অংশের কতকগুলি ভুল সংশোধন করে দিয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন স্নেহভাজন শ্রীদিনেন ভট্টাচার্য। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

মুদ্রণের প্রতিটি পর্যায়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন শ্রীগৌতম সরকার, শ্রীবাসুদেব গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীআশিস দাস। কম্পিউটারে ছিলেন শ্রীপার্থ ঘোষ। এই সংস্করণের প্রস্তুতিতে এঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

বল্মীক আবাসন
কলকাতা ৭০০ ০৫৯
অক্টোবর ২০০০

সুভাষ ভট্টাচার্য

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান-এর তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইল। এত অল্পকালমধ্যে অভিধানখানি যে বাংলার সুধীসমাজে সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তজ্জন্য প্রথমেই উক্ত সমাজের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। বহু সুধী নানা উপদেশ ও উৎসাহ দিয়া বর্তমান সংস্করণের সংশোধন ও পরিবর্ধনে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের নামের একটি তালিকা '**উপদেষ্টৃবৃন্দ**'-রূপে এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইল। আশা করি, ভবিষ্যতেও তাঁহাদের নিকট হইতে এইরূপ সাহায্য পাইব।

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম. এ. মহাশয় বর্তমান সংস্করণটি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

বর্তমান সংস্করণের সংশোধনকার্যে বিশেষ সহায়তা পাইয়াছি অনুজপ্রতিম রমেন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট হইতে। ইঁহার পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। ইঁহার নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

এই সংস্করণে তিন সহস্রাধিক নূতন শব্দ এবং পঞ্চশতাধিক বিশিষ্টার্থ-প্রকাশক শব্দসমষ্টি সংযোজিত হইয়াছে।

শব্দনির্বাচন—ইহাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত সমস্ত তৎসম তদ্ভব দেশজ ও বিদেশী শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে অপ্রচলিত এবং পূর্বেও নিতান্ত বিরল-ব্যবহার শব্দাবলী সাধারণতঃ বর্জন করা হইয়াছে। তবে ছাত্রদের সুবিধার জন্য বৈষ্ণব-পদাবলী মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দাবলী, বর্তমানে অপ্রচলিত হইলেও যথাসম্ভব প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে ও আধুনিক উপন্যাসাদিতে সচরাচর ব্যবহৃত বহু প্রাদেশিক শব্দ এবং সুপ্রচলিত আরবি-ফারসি-মূলক শব্দসমূহও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, নবসঙ্কলিত যে-সমস্ত পারিভাষিক শব্দ সংবাদপত্র ও পাঠ্যপুস্তকাদিতে আজকাল প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়, তাহাও ইহাতে নিবদ্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু, সাহিত্যে সুপ্রচলিত চলিত ভাষার বিশিষ্টার্থ-প্রকাশক শব্দসমষ্টিগুলিও (idiomatic expressions) ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শব্দবিন্যাসপ্রণালী—সাধারণতঃ শব্দসমূহ বর্ণানুক্রমে সাজান হইয়াছে। তবে স্থান সংক্ষেপ করিবার জন্য সমাসবদ্ধ এবং কোন শব্দের বা উহার ধাতুর সহিত প্রত্যয়াদির যোগে উৎপন্ন শব্দাবলী প্রায়ই মূল শব্দের সহিত এক অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে; যেম—'চারুকলা' 'শিল্পকলা' প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে 'কলা'-র অনুচ্ছেদে; আবার 'অক্ষক', 'অক্ষকর্ণ', 'অক্ষশক্তি'—এই সমস্ত শব্দ 'অক্ষ'-র অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে আদিতে একই উপসর্গের যোগে উৎপন্ন শব্দসমূহ ঐ উপসর্গের সহিত একই অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে; যেমন—'পরিগ্রহ' 'পরিণতি' 'পরিপূর্ণ' 'পরিষেবা'—এই সমস্ত 'পরি'-র অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। শব্দসমষ্টিগুলিকে সাধারণতঃ উহার অন্তর্গত প্রধান শব্দের অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে; যেমন—'মান্ধাতার আমল' দেওয়া হইয়াছে 'আমল'-এর অনুচ্ছেদে, 'গুণে ঘাট নাই' দেওয়া হইয়াছে 'গুণ'-এর অনুচ্ছেদে। যেখানে এইরূপে একই অনুচ্ছেদে বহু শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সেখানে মূল শব্দটি প্রথমে সম্পূর্ণ মুদ্রিত করা হইয়াছে এবং পরে উক্ত শব্দটির পুনরাবৃত্তি না করিয়া তৎস্থলে একটি ~ ব্যবহার করা হইয়াছে; তবে ঐ মূল শব্দটি পরবর্তী শব্দের ঠিক আদিতে সংযুক্ত না থাকিলে বা উহার রূপের কোন পরিবর্তন হইলে, উহার পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। একাধিক শব্দে গঠিত সুভাষিতাবলী প্রবচন প্রভৃতি শব্দটির অনুচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে, যেমন, 'পটল তোলা' দেওয়া হইয়াছে 'পটল'-এর অনুচ্ছেদে, 'কত ধানে কত চাল হয়' দেওয়া হইয়াছে 'কত'-র অনুচ্ছেদে।

এই পদ্ধতি অবলম্বন করায় এই অভিধানখানিতে একই পরিসরের মধ্যে এই শ্রেণীর অন্যান্য অভিধান অপেক্ষা অনেক অধিক বিষয় সন্নিবেশিত করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে স্থানে স্থানে বর্ণানুক্রমিক ধারার কিছু ব্যত্যয় হইয়াছে। এজন্য কোন শব্দ তাহার বর্ণানুক্রমিক স্থানে পাওয়া না গেলে উহার অন্তর্গত মূল শব্দের বা উহার আদিস্থ উপসর্গের অনুচ্ছেদে অনুসন্ধান করিতে হইবে। শব্দসমষ্টিগুলিকেও যথাসম্ভব বর্ণানুক্রমিক ধারায় সন্নিবেশিত করা হইয়া থাকিলেও, কোনও শব্দসমষ্টির প্রধান শব্দটি আদিতে না থাকিলে, উহা অন্যত্র ঐ প্রধান শব্দের অনুচ্ছেদে পাওয়া যাইবে।

একার্থবাচক কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে ভিন্নাকার শব্দ যেখানে একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সেখানে সাধারণতঃ উহাদের প্রচলন-অনুযায়ী আগে বা পরে বসান হইয়াছে; যেমন—'উপবেশ' ও 'উপবেশন' একার্থবাচক হওয়ায় একসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু 'উপবেশন' অধিকতর প্রচলিত বলিয়া উহাই প্রথমে দেওয়া হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিরল-ব্যবহার রূপগুলিকে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে প্রয়োজনবোধে কোন কোন ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যতিক্রম করা হইয়াছে।

বর্ণানুক্রম—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ ঁ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড (ড়) ড (ঢ়) ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য (য়) র ল শ ষ স হ—এই বর্ণানুক্রমে শব্দসমূহ সাজান হইয়াছে। বাংলা উচ্চারণে কোন পার্থক্য না থাকায় বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব এক সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। যে-সমস্ত তৎসম শব্দের আদ্য ব বর্গীয়, তাহাদের পূর্বে *-চিহ্ন, এবং যে-সমস্তের আদ্য ব বিকল্পে বর্গীয় বা অন্তঃস্থ তাহাদের পূর্বে #-চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী সন্ধি করার প্রয়োজন হইলে যাহাতে কোন অসুবিধা বোধ না হয়, সেজন্য এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। মধ্যস্থ ব বা ব-ফলা সাধারণতঃ ভ-এর আগে বর্গীয় ব-এর স্থানে দেওয়া হইয়াছে।

শব্দের অর্থ—সাধারণতঃ বাঙ্গালাভাষায় ব্যবহার-অনুসারেই শব্দসমূহের অর্থ দেওয়া হইয়াছে; যে অর্থের প্রয়োগ বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই, বিশেষ কারণ ব্যতীত উহা দেওয়া হয় নাই। বিভিন্ন অর্থ সাধারণতঃ প্রচলন-অনুসারে সাজান হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন-বোধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। অর্থগুলির মধ্যে এক পদের তুল্যার্থবাচকগুলি কমার দ্বারা পৃথক্ করা হইয়াছে এবং ভিন্নার্থবাচক অর্থ দিবার পূর্বে সেমিকোলন ব্যবহার করা হইয়াছে। যে-সকল শব্দ একাধিক পদে ব্যবহৃত হয়, সেই-সকল শব্দের বিভিন্ন পদের অর্থ (১) (২) (৩) করিয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রদত্ত হইয়াছে।

শব্দের অর্থ বিশদ করিবার জন্য বহুস্থলেই প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই উদাহরণসমূহ বিখ্যাত লেখকদের রচনা হইতে আহৃত হইয়াছে।

যেখানে কোন পুংলিঙ্গবাচক শব্দের পর তাহার স্ত্রীলিঙ্গের রূপ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে সাধারণতঃ আর স্ত্রীবাচক অর্থ দেওয়া হয় নাই; স্ত্রীলিঙ্গে কোন বিশেষ অর্থ থাকিলে, তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রায় ক্ষেত্রেই বিশেষণবাচক শব্দের পর উহার বিশেষ্যের রূপ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহার কোনও অর্থ দেওয়া হয় নাই; তবে বিশেষ্যে কোন বিশেষ অর্থ থাকিলে, উহা উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষ্যের পরবর্তী উহা হইতে উৎপন্ন বিশেষণ শব্দেও সাধারণতঃ এই রীতি অবসম্বিত হইয়াছে।

যে-সমস্ত তৎসম শব্দ বাংলায় কোন নূতন অর্থ লাভ করিয়াছে, তাহাদের ঐ নূতন অ-সংস্কৃত অর্থের পূর্বে (বাং·) -সঙ্কেত যোগ করা হইয়াছে। আবার যে-সমস্ত তৎসম শব্দের বিশেষ প্রচলিত অর্থগুলির মধ্যে কোন অর্থ বাঙ্গালায় চলিত নাই, তাহাদের ঐ অর্থের পূর্বে (সং·)-সঙ্কেত যোগ করা হইয়াছে।

অনেক স্থলে শব্দের কোন অর্থ সহজবোধ্য করিবার জন্য উহার ইংরেজি প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দগুলি সম্বন্ধে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে অবলম্বিত হইয়াছে।

পর্যায়শব্দ (synonyms)—ছাত্রগণের পক্ষে বিশেষ প্রচলিত শব্দসমূহের একার্থবাচক অন্যান্য শব্দ জানা প্রয়োজন। বাঙ্গালা রচনায়, বিশেষতঃ কবিতা রচনায়, ইহার প্রয়োজনীয়তা সাহিত্যিকগণ প্রায়শঃ অনুভব করিয়া থাকেন। সেজন্য এই অভিধানে কয়েকটি প্রচলিত শব্দের অর্থের মধ্যে তাহাদের পর্যায়শব্দসমূহও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

শব্দের ব্যুৎপত্তি ও সমাস—কোন্ শব্দ কিভাবে উৎপন্ন হইয়াছে জানিলে, উহার অর্থসম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। সেজন্য এই অভিধানে প্রায় সমস্ত প্রধান শব্দের ব্যুৎপত্তি ও সমাস দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু স্থানসংক্ষেপের জন্য সর্বত্র পুরাপুরি ও বিশদভাবে দেওয়া সম্ভব হয় নাই—বাচ্যের উল্লেখ বহুস্থলেই বর্জিত হইয়াছে, সমাসের উল্লেখও স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সংস্কৃত প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ উহার অনুবন্ধবিহীন আসল রূপটুকু মাত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে কয়েকটি বিভিন্ন প্রত্যয় সমরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে; যেমন—ঘঞ্ অল্ অচ্ অণ্ খচ্ খশ্ প্রভৃতি সবই অ-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, ইন্ ণিন্ ঘিণুন্ প্রভৃতি সবই ইন্-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা কোন সংস্কৃত শব্দ ঠিক কোন্ প্রত্যয়ের যোগে গঠিত হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সংস্কৃত অভিধান দেখিতে হইবে।

বাঙ্গালা প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলিকে (বিশেষতঃ সুনীতিবাবুর 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'কে) অনুসরণ করা হইয়াছে; কোন কোন ক্ষেত্রে এই-সমস্ত ব্যাকরণে পাওয়া যায় না এমন কয়েকটি প্রত্যয়েরও উল্লেখ করা হইয়াছে। বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব উহার মূলের উল্লেখ করা হইয়াছে।

স্থানাভাবে যে সমস্ত তৎসম শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া সম্ভব হয় নাই, সেগুলি যে তৎসম উহা প্রদর্শনের জন্য ঐ-সমস্ত শব্দের পর [সং·]-সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে। তবে প্রয়োজন বোধ না হওয়ায় বহুক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ শব্দে এবং মূল শব্দের অনুচ্ছেদের অন্তর্গত অন্য শব্দসমূহের বেলায় সাধারণতঃ ব্যুৎপত্তির উল্লেখ করা হয় নাই।

যে-সমস্ত তৎসম শব্দ প্রথমবার একবচনে বিভক্তিযুক্ত হইয়া ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়, মোটা অক্ষরে মুদ্রিত সেই-সকল শব্দের বাঙ্গালা রূপের পরে তাহাদের মূল রূপ সাধারণ অক্ষরে প্রদর্শিত হইয়াছে; যেমন—আত্মা (-ত্মন্), গুণী (-ণিন্)। ইহাতে ঐ-সমস্ত শব্দের সহিত সমাস করিয়া উৎপন্ন শব্দসমূহের আকৃতি বুঝিতে এবং নূতন শব্দ গঠন করিতে সুবিধা হইবে।

শব্দের পদনাম—যথার্থ অর্থবোধ ও সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য শব্দের পদসম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। সেজন্য সকল শব্দের এবং অধিকাংশ শব্দসমষ্টিরই পদের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলি অনুসরণ করিয়াই এই-সমস্ত পদনাম উল্লিখিত হইয়াছে।

ক্রিয়াপদের রূপ—প্রচলিত প্রথানুসারে মূল বাঙ্গালা ধাতুর সহিত 'আ' বা 'আন' প্রত্যয় যোগ করিয়া ক্রিয়াপদ দেখান হইয়াছে। ঐ দুই প্রত্যয়ান্ত শব্দ আসলে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রিয়াবাচক বিশেষণেরও বটে। ধাতুর সহিত বিভিন্ন ক্রিয়াবিভক্তির যোগে ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয়। উহা এই ক্ষুদ্র অভিধানে দেখান সম্ভব নহে; ঐগুলি ব্যাকরণ-অনুযায়ী গঠন করিয়া লইতে হইবে।

শব্দের বানান—এই অভিধানে সাধারণতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান-পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। তবে সকলের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, রেফযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণবিশিষ্ট শব্দসমূহ ব্যতীত অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে প্রচলিত অন্যবিধ বানানসমূহও প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে ক-বর্গের পূর্বে পদান্ত ম্-স্থানে ং ঙ্ উভয়েরই বিধান আছে। আজকাল অনেকেই এরূপ স্থলে ং ব্যবহারের পক্ষপাতী। এই অভিধানে উভয় বানানই প্রদত্ত হইয়াছে, তবে প্রচলন অনুযায়ী ং ও ঙ-র প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

কোন তৎসম শব্দে ঈ-কার থাকিলে, তাহা হইতে উৎপন্ন বাঙ্গালা তদ্ভব শব্দে বিকল্পে ই-কার বা ঈ-কার ব্যবহারের বিধান আছে। আজকাল অনেকেই এইরূপ বিকল্পের স্থলে কেবল ই-কার ব্যবহারের পক্ষপাতী। এই অভিধানে উভয় বানানই প্রদত্ত হইয়াছে।

এই অভিধানের যেখানে একই শব্দের একাধিক বানান দেওয়া হইয়াছে, সেখানে প্রথম বানানটিই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী সুষ্ঠু বানান বুঝিতে হইবে। যে যে স্থলে বিকল্প বিধান আছে, সেই সমস্ত স্থল ব্যতীত অন্যত্র পরবর্তী বানানগুলিকে ঐ নিয়ম-বিরোধী প্রচলিত বানান বলিয়া বুঝিতে হইবে।

হস্-চিহ্নের ব্যবহার—হস্-চিহ্নের ব্যবহার-বিষয়ে সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়মই অনুসৃত হইয়াছে; কিন্তু অনুকারব্যঞ্জক শব্দে যেসমস্ত স্থলে উহার ব্যবহার অধিকতর প্রচলিত, এই অভিধানেও সেই-সব স্থলে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎসম শব্দের বেলায় এ বিষয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসৃত হইয়াছে।

শব্দের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি—বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন বহু শব্দ প্রচলিত আছে, যাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অশুদ্ধ; কিন্তু ঐগুলি আর পরিহার করা সম্ভব নহে। সেজন্য আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাকরণে উহার অনেকগুলিকে নূতন নিয়ম রচনা করিয়া সমর্থন করা হইয়াছে। এই অভিধানেও ঐরূপ শব্দগুলিকে অশুদ্ধ না বলিয়া যেখানেই সম্ভব সমর্থন করা হইয়াছে; যেমন—'সক্ষম' 'সিঞ্চন' 'সৃজন' প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ইহাদের আর কোনক্রমেই পরিহার করা যায় না এবং সেজন্য বাঙ্গালা ব্যাকরণের দ্বারা ইহাদের সমর্থন করা হইয়াছে। যেসব স্থলে সমর্থন করা সম্ভব হয় নাই, সেসব স্থলেও ঐরূপ সুপ্রচলিত শব্দ পরিবর্জন করা হয় নাই।

পরিশিষ্ট—সাধারণের সুবিধার জন্য ইহার সহিত দুইটি পরিশিষ্ট যুক্ত হইল। পরিশিষ্ট 'ক'-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বানানের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী দেওয়া হইল। পরিশিষ্ট 'খ'-এ দেওয়া হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত পারিভাষিক শব্দাবলীর বিস্তৃত তালিকা।

অগ্রহায়ণ ১৩৬২

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস

উপদেষ্টৃবৃন্দ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অতুলচন্দ্র গুপ্ত
অনাথনাথ বসু
অন্নদাশঙ্কর রায়
অমলেন্দু সেন
অরবিন্দ বড়ুয়া
অরুণচন্দ্র গুহ
অশোককুমার ভট্টাচার্য
অসীম বর্ধন
আবদুল ওদুদ
আবুল হাসানৎ
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
এ. কে. গুপ্ত
কানাই সামন্ত
কালিদাস নাগ
কালিদাস রায়
কৃষ্ণ রায়চৌধুরী
কেশবচন্দ্র গুপ্ত
গোপাল হালদার
গৌরীনাথ শাস্ত্রী
চপলাকান্ত ভট্টাচার্য
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
জগদীশ ভট্টাচার্য
জ্যোতির্ময় ঘোষ
জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ত্রিপুরারি চক্রবর্তী
দেবাশীষ মণ্ডল
নলিনীমোহন শাস্ত্রী
নারায়ণ চৌধুরী
নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
নির্মল সিদ্ধান্ত
নীতীন্দ্র রায়
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
নীহাররঞ্জন রায়
পরিমল গোস্বামী
পরিমল রায়
পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়
পিয়ের ফালোঁ
প্রবোধকুমার সান্যাল
প্রিয়রঞ্জন সেন
প্রেমেন্দ্র মিত্র
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)
বিনয় ঘোষ
বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব বসু
মণীন্দ্রকুমার ঘোষ
মনোজ বসু
মন্মথ রায়
মীরা রায়
মুহম্মদ আবদুল হাই
যদুনাথ সরকার
যোগেশচন্দ্র বাগল
রজনীকান্ত সেন
রতনমণি চট্টোপাধ্যায়
রমা চৌধুরী
রমেশ আচার্য
রাজশেখর বসু
শঙ্খ ঘোষ
শচীন্দ্র দাস
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সজনীকান্ত দাস
সত্যপ্রিয় রায়
সুকুমার সেন
সুখলতা রাও
সুধাংশুবিমল বড়ুয়া
সুনন্দা বসু
সুনির্মল বসু
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
সুশীলকুমার রায়
সৈয়দ মুজতবা আলী
হরপ্রসাদ মিত্র
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

এই অভিধান সংকলনে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে

রামকমল বিদ্যালঙ্কার—প্রকৃতিবাদ অভিধান
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—শব্দসার
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় শব্দকোষ
শব্দ-সংজ্ঞা-বিজ্ঞোলী (সঙ্কলকের নাম অজ্ঞাত)
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—বাঙ্গালা শব্দকোষ
রাজশেখর বসু—চলন্তিকা
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—সমগ্র ব্যাকরণ-কৌমুদী
সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি—অলঙ্কার-দর্পণ
লালমোহন বিদ্যানিধি—কাব্য-নির্ণয়
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ
হরনাথ ঘোষ ও সুকুমার সেন—বাঙ্‌লা ভাষার ব্যাকরণ
সুধীরকুমার দাশগুপ্ত—বাণীদীপ
শ্যামাপদ চক্রবর্তী—অলঙ্কারচন্দ্রিকা
Suniti Kumar Chatterji The Origin and Development of the Bengali Language
Chamber's Twentieth Century Dictionary (New Mid-Century Version)
The Concise Oxford English Dictionary
The Shorter Oxford English Dictionary
Monier-Willians—A Sanskrit-English Dictionary

সংকেতের অর্থ

অ·—অসমিয়া
অ· গু·—অনন্ত গুপ্ত
অ· চ·—অমিয় চক্রবর্তী
অ· দ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত
অনু·—অনুসর্গ
অনু-ক্রি·—অনুজ্ঞার্থক ক্রিয়া
অ· ব·—অমৃতলাল বসু
অপ্র·—অপ্রচলিত
অব·—অবহট্‌ঠ
অব্য·—অব্যয়
অব্যয়ী·—অব্যয়ীভাব সমাস
অমা·—অমার্জিত
অ· মি·—অরুণ মিত্র
অর্থ·—অর্থনীতিতে
অল·—অলংকার শাস্ত্রে
অশা·—অশালীন প্রয়োগ
অশি·—অশিষ্ট ব্যবহার
অশু·—অশুদ্ধ প্রয়োগ
অশো·—অশোভন প্রয়োগ
অসং·—অসংগত বানান বা প্রয়োগ
অস-ক্রি·—অসমাপিকা ক্রিয়া
অসম·—অসমিয়া
অ· সে·—অতুলপ্রসাদ সেন
অস্ট্রে·—অস্ট্রেলীয়
আ·—আরবি
আ· বাং·—আধুনিক বাংলা, আধুনিক বাংলায়
আঞ্চ·—আঞ্চলিক
আদা·—আদালতের ভাষা
আয়ু·—আয়ুর্বেদ
আল·—আলংকারিক অর্থে
ই·—ইত্যাদি
ইং·—ইংরেজি
ইতি·—ইতিহাসে
ঈ· গু·—ঈশ্বর গুপ্ত
ঈ· বি·—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
উ·—উর্দু
উ· তৎ·—উপপদ তৎপুরুষ
উদ্ভি·—উদ্ভিদবিজ্ঞানে
উপ·—উপসর্গ
ওড়ি·—ওড়িয়া
ওরা·—ওরাওঁ
ওল·—ওলন্দাজ
ক· ক·—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
কথ্য·—কথ্যভাষায় ব্যবহৃত
কবি·—কবিবল্লভ
কা·—কাব্যে
কা· প্র·—কালীপ্রসন্ন সিংহ
কা· প্র· ঘো·—কালীপ্রসন্ন ঘোষ
কামিনী·—কামিনী রায়
কা· রা·—কালিদাস রায়
কাশী·—কাশীরাম দাস
কুমুদ·—কুমুদরঞ্জন মল্লিক
কৃত্তি·—কৃত্তিবাস ওঝা
কৃ· ম·—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
কেদার·—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কৌতু·—কৌতুকে
ক্রি-বিণ·—ক্রিয়া-বিশেষণ
খ· ব·—খনার বচন
গণি·—গণিতশাস্ত্রে
গি· ঘো·—গিরিশচন্দ্র ঘোষ
গুজ·—গুজরাতি
গুরু·—গুরমুখী
গো· গী·—গোবিন্দচন্দ্রের গীত
গো· দা·—গোবিন্দদাস (বৈষ্ণব কবি)
গ্রা·—গ্রাম্য
গ্রি·—গ্রিক
ঘ·—ঘনরাম
চণ্ডী·—চণ্ডীদাস
চ· ব·—চন্দ্রনাথ বসু
চৈ·—চৈনিক
চৈ· চ·—চৈতন্যচরিতামৃত
চৈ· ভা·—চৈতন্যভাগবত
ছন্দ·—ছন্দশাস্ত্র
জা·—জার্মান
জাপ·—জাপানি
জী· দা·—জীবনানন্দ দাশ
জীব·—জীববিদ্যায়
জ্ঞান·—জ্ঞানদাস
জ্ঞা· মো·—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
জ্যামি·—জ্যামিতিতে
জ্যোতি·—জ্যোতির্বিজ্ঞানে
জ্যোতিষ·—জ্যোতিষশাস্ত্রে

ভা· ব·—ডাকের বচন
ণিজ·—ণিজন্ত
তৎ·—তৎপুরুষ সমাস
তর্ক·—তর্কশাস্ত্রে
তর্কা·—মদনমোহন তর্কালঙ্কার
তা·—তামিল
তারা·—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
তি·—তিব্বতি
তু·—তুলনীয়
তুর·—তুরকি
তৃ·—কর্তৃবাচ্যে
তেলু·—তেলুগু
দর্শ·—দর্শনশাস্ত্রে
দীন·—দীনবন্ধু মিত্র
দে· সে·—দেবেন্দ্রনাথ সেন
দ্ব·—দ্বন্দ্ব সমাস
দ্বি·—দ্বিগু সমাস
দ্বি· রা·—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
দ্র·—দ্রষ্টব্য
দ্রা·—দ্রাবিড়
ধ· ম·—ধর্মমঙ্গল
ধি·—অধিকরণে
ধ্বন্যা·—ধ্বন্যাত্মক শব্দ
নঞ্‌তৎ·—নঞ্‌তৎপুরুষ
নজরুল·—নজরুল ইসলাম
নবীন·—নবীনচন্দ্র সেন
ন· ভ·—নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
ন· শ·—নতুন শব্দ
নি·—নিপাতনে
নির্দে·—নির্দেশক
নিত্য·—নিত্যসমাস
ন্যায়·—ন্যায়শাস্ত্রে
নী· চ·—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
প·—পশতু
প· গ·—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
পদার্থ·—পদার্থবিদ্যা
পদ্মা·—পদ্মাপুরাণ
পরি·—পরিভাষায়
পা·—পালি
পাটি·—পাটিগণিত
পুং·—পুংলিঙ্গ বা পুরুষবাচক
পো·—পোর্তুগিজ
প্র·—প্রবাদ, প্রবচন
প্রচ·—প্রচলিত
প্র· চৌ·—প্রমথ চৌধুরী
প্রা·—প্রাচীন
প্রাকৃ·—প্রাকৃত
প্রাণী·—প্রাণীবিজ্ঞানে
প্রাদি·—প্রাদি সমাস
প্রা· বাং·—প্রাচীন বাংলা, প্রাচীন বাংলায়
প্রেমেন্দ্র·—প্রেমেন্দ্র মিত্র
ফ·—ফরাসি
ফা·—ফারসি
ব· চ·—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বড়াল·—অক্ষয়কুমার বড়াল
ব· প·—বঙ্গসাহিত্য পরিচয়
বর্জি·—বর্জিত বা বর্জনযোগ্য
বর্ত·—বর্তমানে
বল·—বলরাম দাস
বলবি·—বলবিদ্যায়
বাং·—বাংলা
বাং· অপ্র·—বাংলায় অপ্রচলিত
বাং· প্র·—বিশেষ বাংলা প্রয়োগ
বা· ঘো·—বাসুদেব ঘোষ
বাণি·—বাণিজ্যিক, বাণিজ্যে
বি·—বিশেষ্য
বি· গু·—বিজয় গুপ্ত
বিণ·—বিশেষণ
বিণ-বিণ·—বিশেষণীয় বিশেষণ
বিদ্যা·—বিদ্যাপতি
বি· প·—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা
বিপ·—বিপরীত শব্দ
বিভূতি·—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিষ্ণু·—বিষ্ণু দে
বিহারী·—বিহারীলাল চক্রবর্তী
বীজগ·—বীজগণিতে
বুদ্ধ·—বুদ্ধদেব বসু
বৈদ্য·—বৈদ্যশাস্ত্রে
বৈ· প·—বৈষ্ণব পদাবলি
বৈ· শা·—বৈষ্ণব শাস্ত্রে
বৈ· সা·—বৈষ্ণব সাহিত্যে
বৌ· শা·—বৌদ্ধ শাস্ত্রে
ব্যব·—ব্যবহারশাস্ত্রে
ব্যতি·—ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস
ব্যাক·—ব্যাকরণ
ব্রজ·—ব্রজবুলিতে
ব্র· স·—ব্রহ্মসংগীত
ভা·—(কৃদন্ত শব্দে) ভাববাচ্যে (তদ্ধিতান্ত শব্দে) ভাবার্থে
ভা· চ·—ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

ভাষা·—ভাষাতত্ত্বে
ভুগো·—ভুগোল
ভূদেব·—ভুদেব মুখোপাধ্যায়
ভূবি·—ভূ-বিদ্যা
ম· বাং·—মধ্যযুগীয় বাংলা
মধু·—মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মনোবি·—মনোবিজ্ঞানে
মহা·—মহাভারতে
মাগ·—মাগধী
মাধব·—মাধব দাস
মা· পি·— মানিক পির
মা· ব·—মানকুমারী বসু
মারা·—মারাঠি
মাল·—মালয়ি
মালাধর·—মালাধর বসু
মীর·—মীর মশাররফ হোসেন
মু· গু·—মুরারি গুপ্ত
মুজতবা·—সৈয়দ মুজতবা আলী
মুন্ডা·—মুন্ডারি
মুস·—মুসলমানি
মূল·—মূল অর্থ
মৈ·—মৈথিলি
মো· ম·—মোহিতলাল মজুমদার
র্ম·—কর্মবাচ্যে
য· চ—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়
যদু·—যদুনন্দন
য· বা·—যতীন্দ্রমোহন বাগচী
য· সে·—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
রঘু·—রঘুনন্দন
রঙ্গ·—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র·—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
র· ম·—রসমঞ্জরী
রসা·—রসায়নে
র· সে·—রজনীকান্ত সেন
রা· গু·—রামনিধি গুপ্ত
রাজ·—রাজনীতিতে
রা· প্রা·—রামপ্রসাদ সেন
রা· ব·—রাজনারায়ণ বসু
রা· মি·—রাজেন্দ্রলাল মিত্র
রাজ· বসু—রাজশেখর বসু
রামা·—রামায়ণে
রূ· কর্ম·—রূপক কর্মধারয়
লা·—লাতিন
শ· ঘো·—শঙ্খ ঘোষ
শরৎ·—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শরদিন্দু·—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
শারীর·—শারীরবিদ্যায়
শি·—শিবায়ন
শিথি·—শিথিল প্রয়োগ
শু·—শুদ্ধ
শুভ·— শুভংকরের আর্যা
শূ· পু·—শূন্যপুরাণ
শ্রীকৃ·—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
সং·—সংস্কৃত
সঞ্জীব·—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
স· দ·—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
স· প·—সরকারি পরিভাষা
সচ—সচরাচর
সমু· অব্য·—সমুচ্চয়ী অব্যয়
সর্ব·—সর্বনাম
সাঁও·—সাঁওতালি
সাংখ্য·—সাংখ্যদর্শনে
সাধু·—সাধুরূপ, সাধুভাষায়
সুকান্ত·—সুকান্ত ভট্টাচার্য
সু· দ·—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
সুনীতি·—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সু· মু·—সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সু· রা·—সুকুমার রায়
সু· সে·—সুকুমার সেন
স্ত্রী·—স্ত্রীলিঙ্গ
স্পে·—স্পেনীয়
স্বাস্থ্য·—স্বাস্থ্যবিজ্ঞান
হি·—হিন্দি
হি· শা·—হিন্দুশাস্ত্রে
হেম·— হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
<—এর পূর্ববর্তী শব্দটি এর পরবর্তী শব্দ থেকে এসেছে
>—এর পূর্ববর্তী শব্দটি এসেছে পরবর্তী শব্দ থেকে
√—ধাতু

অভিধান ব্যবহারের নির্দেশিকা

এই অভিধানে ব্যবহৃত হয়েছে সহজ ভাষা ও সহজ ভঙ্গি। তাই, এই অভিধান ব্যবহারকারীর কোনো বিশেষ জ্ঞান বা বিশেষজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে না। তবু অভিধানের সর্বত্র ব্যবহৃত নিয়ম বা সূত্রগুলি এবং পদ্ধতিগুলি উদাহরণ-সহযোগে ব্যাখ্যা করা হল। অভিধান ব্যবহারকারীর পক্ষে এই ব্যাখ্যা বিশেষ সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

১. মুখশব্দ

প্রতিটি মুখশব্দ (entry word) বোল্ড টাইপে ছাপা হয়েছে। সমার্থক কিন্তু ঈষৎ ভিন্নরূপের শব্দ কখনো-কখনো বিকল্প মুখশব্দ হিসাবে আছে।

পারণ, পারণা বি· ব্রত উদ্‌যাপনের পর কিছু খেয়ে উপবাস ভাঙা। [সং· √পার্ + অন, আ]।
পৈতৃক, পৈত্র, পৈত্র্য বিণ· পিতাসম্বন্ধীয় বা পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত। [সং· পিতৃ + ইক, অ, য]।

২. মুখশব্দের সম্প্রসারণ

প্রথম বা প্রধান মুখশব্দের সম্প্রসারিত অংশ যেখানে আর একটি মুখশব্দ হিসাবে বিবৃত হয়েছে, সেখানে মূল মুখশব্দের পরিবর্তে তিলদে (tilde) ~ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু মুখশব্দের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে মূল শব্দের রূপে কোনো পরিবর্তন ঘটলে তিলদে ব্যবহৃত হয়নি, সম্পূর্ণ মূল শব্দটিই লেখা হয়েছে।

পীন বিণ· স্থূল, প্রবৃদ্ধ, মাংসল (*পীন পয়োধর*)। [সং· √প্যায় + ত]। **পীনোন্নত** বিণ· ১ স্থূল, প্রবৃদ্ধ, পীন (*পীনোন্নত বক্ষ*); ২ উঁচু, অতি উন্নত।
প্রস্থান বি· ১ যাত্রা, চলে যাওয়া, গমন, ২ প্রয়াণ। [সং· প্র + √স্থা + অন]। ~· **পর, প্রস্থানোদ্যত** বিণ· যাবার জন্য প্রস্তুত, যাবার উপক্রম করছে এমন।
বিরস বিণ· ১ রসহীন, ২ নিরানন্দ, বিমর্ষ, ম্লান (*বিরস বদন*)। [সং· বি + রস]। বি· ~তা।
ভর্জন বি· ভাজার কাজ, ভাজা (*ভর্জনপাত্র*)। [সং· √ভ্রস্‌জ্ + অন]। ~·**পাত্র** বি· ভাজার পাত্র, যে পাত্রে ভাজা হয়।

৩. শব্দার্থ

সাধারণত শব্দের ব্যাখ্যামূলক অর্থ বিবৃত হয়েছে, তবে তৎসহ প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দও দেওয়া হয়েছে।

শব্দের একাধিক অর্থ থাকলে বিভিন্ন অর্থকে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পকেট বি. জিনিসপত্র রাখার জন্য জামার সংলগ্ন ছোটো থলি, জেব। [ইং· pocket]।
বাফতা বি· রেশম ও কার্পাস মিশিয়ে প্রস্তুত দামি ও শৌখিন বস্ত্রবিশেষ। [ফা· বাফ্‌তা]।
ভাত বি. ফুটন্ত জলে চাল সিদ্ধ করে প্রস্তুত খাবারবিশেষ, অন্ন। [পা· ভত্ত < সং· ভক্ত]।
মই বি· ১ বাঁশ কাঠ প্রভৃতির তৈরি সিঁড়িবিশেষ; ২ চষা জমিতে মাটি গুঁড়ো করার জন্য বাঁশের তৈরি মইয়ের আকারের যন্ত্রবিশেষ।
মণি বি· ১ দীপ্তিশালী মূল্যবান পাথর, মানিক, বহুমূল্য রত্ন (*মণিমাণিক্য, মণিকাঞ্চন*); ২ (আল.) পরম প্রিয় ব্যক্তি (*চোখের মণি, খুকুমণি*); ৩ চোখের তারা; ৪ বংশ উজ্জ্বলকারী ব্যক্তি (*রঘুকুলমণি*)।

৪. সমরূপ ভিন্নার্থক শব্দ

অনেক সময় সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক ও ভিন্ন উৎসজাত শব্দ বানানে অভিন্ন হয়ে থাকে। সেইসব মুখশব্দকে ছোটো হরফের ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে পৃথক করা হয়েছে।

মগ[১] বি· হাতলযুক্ত ছোটো কিন্তু পেয়ালার চেয়ে বড়ো পাত্রবিশেষ, বড়ো পেয়ালাবিশেষ।
মগ[২] বি· ব্রহ্মদেশ বা আরাকানের অধিবাসী।
মগ[৩] বিণ· ১ শীর্ষ (*মগডাল*); ২ আপ্লুত (*ঢগমগ*)।

৫. শব্দ ভাঙার সংকেত

মুদ্রিত গ্রন্থে লাইনের শেষে কখনো-কখনো শব্দ ভাঙার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যেকোনো শব্দকে ভাঙা যায় না, ভাঙা সংগত নয়। আবার শব্দকে যেকোনো জায়গায়ও ভাঙা যায় না। যেখানে ভাঙা যায়, সেখানে একটি বিন্দুচিহ্ন দিয়ে তা দেখানো হয়েছে, কোথাও মূল মুখশব্দে, কোথাও তার অন্তর্গত অন্য মুখশব্দে।

যেখানে শব্দের মধ্যে কোনো বিন্দুচিহ্ন নেই, বুঝতে হবে সেই শব্দকে ভেঙে ছাপা যাবে না।

পাহারা বি· প্রহরার কাজ, চৌকি। [সং· প্রহর]। ~·ওয়ালা, ~·ওলা বি· পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি; চৌকিদার।

পৃষ্ঠোপরি ক্রি-বিণ· পিঠের উপর।

প্রহরা বি· পাহারা (*প্রহরায় নিযুক্ত*) [সং· প্রহর + বাং· আ]। ~ধীন বিণ· নজরবন্দি, পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে এমন।

মনো·মতো বিণ· পছন্দসই, মনের মতন।

লম্ফ বি· লাফ, উল্লম্ফন (*লম্ফ দিয়ে গাছে ওঠা*)। [সং· √লম্ফ্ + অ]। ~·ঝম্প বি· ১ লাফালাফি, লাফঝাঁপ; ২ (আল·) অতিশয় চঞ্চলতা বা আস্ফালন, অতিশয় হাঁকডাক। ~ন বি· লাফ, লাফ দেওয়া।

৬. সংস্কৃত অর্থ, বাংলা প্রয়োগ

শব্দের কোনো অর্থ বিশেষভাবে সংস্কৃতেই প্রচলিত হলে তাকে (সং·) বলা হয়েছে। অন্যদিকে কোনো অর্থ বিশেষভাবে বাংলাতেই কেবল চালু হলে তাকে (বাং·) বলা হয়েছে।

প্রশস্ত বিণ· প্রশংসা করা হয়েছে এমন, ২ উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ (*প্রশস্ত উপায়*); ৩ উপযুক্ত, যোগ্য বা যোগ্যতম (*প্রশস্ত সময়*); ৪ উদার (*প্রশস্ত হৃদয়*); ৫ (বাং·) বিস্তৃত, চওড়া (*প্রশস্ত রাস্তা*); ৬ (বাং·) প্রসারিত (*সর্বতোভাবে কৃষিবিস্তারের ক্ষেত্র প্রশস্ত করতে হবে*)।

প্রশ্রয় বি· ১ (সং·) বিনয়, নম্রতা (*প্রশ্রয়াবনত*); ২ (বাং·) আশকারা, আবদার, অতিশয় আদর (*ছেলেকে প্রশ্রয় দেওয়া*)।

৭. বিরল অর্থ

কোনো শব্দের বিশেষ একটি অর্থ যদি বর্তমানে বিরল হয়ে থাকে, অর্থাৎ বর্তমানে যদি তা তেমন প্রচলিত না হয়, কেবল অতীত প্রয়োগে বা পুরোনো সাহিত্যেই তা পাওয়া যায়, তবে তাকে বিরল বা বর্ত·বিরল বলা হয়েছে।

প্রহসন বি· ১ হাস্যরসাত্মক নাটক; ২ খেলো তুচ্ছ বা অর্থহীন ব্যাপার (*অনুষ্ঠানটি নিতান্তই প্রহসনে পরিণত হল*); ৩ (বর্ত· বিরল) অতি হাসি।

৮. ব্যুৎপত্তি বা উৎস নির্দেশ

শব্দের ব্যুৎপত্তি বা উৎস মুখশব্দের বিবৃতির শেষে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

সংস্কৃত প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত অনুবন্ধহীন সরল রূপটি দেওয়া হয়েছে। যেমন ঘঞ্ অচ্ অল্ খচ্ খশ্ সবগুলিকেই অ-প্রত্যয় বলা হয়েছে। আবার ইন্ ণিন্ ঘিণুন্ সবগুলিকেই ইন্-প্রত্যয় বলা হয়েছে। ফলে দৃশ্যত একই প্রত্যয় থাকা সত্ত্বেও শব্দের বিভিন্নতা দেখতে পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে ষ্ণিক-আদি প্রত্যয়কে বলা হয়েছে ইক।

প্রস্তর বি· পাথর, পাষাণ, শিলা। [সং· প্র + √স্তৃ + অ]।

প্রস্তার বি· ১ তৃণশয্যা; ২ ঘাসবন; ৩ ব্যাপ্তি, বিস্তার। [সং· প্র + √স্তৃ + অ]।

বার্ষ্ণেয় বি· ১ (যদুকুলের) বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয়; ২ শ্রীকৃষ্ণ। [সং· বৃষ্ণি + এয়]।

বাস[৬] বি বৃহৎ আকারের যাত্রীবাহী মোটরগাড়িবিশেষ। [ইং· bus < omnibus]।

বিকি বি· বিক্রয়, বেচা (*বিকিকিনি*)। [সং· বিক্রয়]।

ভৌগোলিক বিণ· ভূগোলসম্বন্ধীয় (*দেশের ভৌগোলিক সীমা*)। [সং· ভূগোল + ইক]।

৯. ইটালিকসের ব্যবহার

অভিধানের এই সংস্করণে কেবল একটি ক্ষেত্রেই ইটালিকস বা বক্রাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দের অর্থকে পরিস্ফুট করতে যেসব বাক্য বা বাক্যাংশ প্রয়োগের উদাহরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলিকে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ইটালিকস বা বক্রাক্ষরে ছাপা হয়েছে।

পাত বি· ১ পতন, ক্ষরণ (*বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, রক্তপাত*); ২ নিপাত, ক্ষয়, বিনাশ (*দেহপাত, প্রাণপাত*); ৩ নিক্ষেপ, স্থাপন (*দৃষ্টিপাত*); ৪ চ্যুতি (*গর্ভপাত*); ৫ সংঘটন (*বিপৎপাত*)।

মকরন্দ বি· পুষ্পমধু (*'ভ্রমর ঝঙ্কার করে পিয়ে মকরন্দ'*; বি· গু·)।

১০. বানানভেদ, রূপভেদ, কোমল রূপ

একই শব্দের বিকল্প বানানকে বানানভেদ বলা হয়েছে। কিন্তু ঈষৎ ভিন্ন রূপকে রূপভেদ বলা হয়েছে।

রূপভেদ বলতে শব্দটির ঈষৎ ভিন্ন রূপ বোঝাচ্ছে।

কখনো কখনো কবিতায় শব্দকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে নিয়ে ব্যবহার করা হয়। পরিবর্তিত রূপটিকে কোমল বলা যায় এবং তা কেবল কবিতাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দের এই রূপকে কোমল রূপ বলা হয়েছে।

যে বানান বর্জিত হয়ে গেছে কিংবা বর্জনযোগ্য, তাকে বর্জি· বলা হয়েছে।

পদবি, (বর্জি·) **পদবী** বি· ১ বংশসূচক নাম বা নামান্ত, surname; ২ উপাধি।

পাঁয়জোর—পাঁইজর ও পাঁইজোর-এর রূপভেদ।

পেলা—প্যালা-র বর্জি· বানান।

বড়শি—বঁড়শি-র রূপভেদ।

বড়ো—বড়-র বানানভেদ।

বর্গা, বর্গাদার যথাক্রমে **বরগা'** ও **বরগাদার**-এর বানানভেদ।

মরত—মর্ত-র কোমল রূপ (*স্বরগ-মরত*)।

মরম—মর্ম-র কোমল রূপ (*'মরমে পশিল গো'* চণ্ডী)।

১১. পদপরিচয়

প্রতিটি মুখশব্দের পদপরিচয় দেওয়া হয়েছে অব্য· বি· বিণ· ক্রি-বিণ· বিণ-বিণ· সর্ব· এইরকম সংকেতের সাহায্যে।

একই শব্দ যদি একাধিক পদ হিসাবে ব্যবহারযোগ্য হয়, তবে পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ির পরে একটি বর্গচিহ্ন □ দিয়ে দ্বিতীয় পদটির বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।

পেঁপে বি· কয় বা আঠাযুক্ত ক্রান্তীয় ফল বা তার গাছ।

পৈশাচ বিণ· পিশাচসম্বন্ধীয়, পিশাচসুলভ। □ বি· ছল কৌশল বা বলপ্রয়োগের দ্বারা সংঘটিত বিবাহপদ্ধতিবিশেষ।

ভোজবিদ্যা বি· জাদু; ইন্দ্রজাল, ম্যাজিক।

১২. আলংকারিক ও গৌণ অর্থ

কোনো শব্দ আক্ষরিক অর্থে বা শব্দার্থে ব্যবহৃত না হয়ে অন্য অপ্রধান অর্থে ব্যবহৃত হলে তাকে গৌণ প্রয়োগ বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বন্ধনীর মধ্যে (গৌণ অর্থে) বলা হয়েছে।

অন্যদিকে আলংকারিক বা উপমাবাচক বা তুলনাত্মক প্রয়োগের ক্ষেত্রে (আল·) বলা হয়েছে।

শকুনি বি· ১ শকুন পাখি, গৃধ্র; ২ (মহাভারতে) দুর্যোধনের কূটবুদ্ধি মাতুল; (আল·) কূটবুদ্ধি ব্যক্তি।

শোষণ বি· ১ তরল পদার্থের রস টেনে নেওয়া (*রক্ত শোষণ*); ২ নীরস বা শুষ্ক করা; ৩ (গৌণ অর্থে) পরকে ক্রমাগত বঞ্চনা করে তার ধনসম্পদ নিজে ভোগ করা (*ধনীর দ্বারা দরিদ্রকে শোষণ, ইংরেজ কর্তৃক ভারতশোষণ*);

১৩. সমাসবদ্ধ শব্দ, পৃথক শব্দ

যেসমস্ত শব্দ আমাদের বিবেচনায় সমাসবদ্ধ শব্দ হিসাবে লেখা উচিত সেগুলিকে জুড়ে লেখা হয়েছে।

কিন্তু যেগুলি পৃথক শব্দ হিসাবে অর্থাৎ অসংলগ্নভাবে লেখ্য, সেগুলি সম্পূর্ণ বিবৃত হয়েছে এবং পৃথকভাবে লেখার নির্দেশ হিসাবে মাঝে ফাঁক রাখা হয়েছে।

মদন বি. কামনার অধিদেবতা, কামদেব, কন্দর্প, অতনু, অনঙ্গ। □ বিণ· মত্ততাজনক। [সং· √মদ + পিচ্ + অন]। ~·**গোপাল**, ~·**মোহন** বি· শ্রীকৃষ্ণ।
মনোময় কোষ (দর্শ·) আত্মার তৃতীয় আবরণ।
মন্দ মন্দ ক্রি-বিণ· ধীরে ধীরে (*মন্দ মন্দ বাতাস বইছে*)।

১৪. শব্দপ্রয়োগের বিভিন্ন এলাকা চিহ্নিতকরণ

সব শব্দই সমান ব্যবহারযোগ্য নয়। সব শব্দের চরিত্র আর প্রয়োগক্ষেত্রও এক নয়। কোনো শব্দ স্থানকালপাত্র-নির্বিশেষে ব্যবহারযোগ্য। এসব ক্ষেত্রে শব্দের পাশে কোনো মন্তব্য নেই। কিছু শব্দ নিছকই কথ্য ভঙ্গির বাক্যে এবং informal বা অনাচারিক প্রতিবেশে ব্যবহৃত হয়। কিছু শব্দ শিষ্ট সমাজে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলি অশিষ্ট, কিছু শব্দের সঙ্গে একটা অশালীন অনুষঙ্গ আছে। এগুলিকে যথাক্রমে কথ্য, অশি·, অশা· বলা হয়েছে। আবার কোনো শব্দের রূপ বা বানান প্রচলিত বটে তবে সে প্রচলন সংগত নয়। সেক্ষেত্রে অসং· বলা হয়েছে।

কথ্য ভঙ্গির শব্দের প্রয়োগ বিশেষ কোনো অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হলে অর্থাৎ সেই শব্দটি মূলত ঔপভাষিক হলে তাকে আঞ্চ· বলা হয়েছে।

পিত্ত, (কথ্য) **পিত্তি** বি· ১ যকৃৎ থেকে নিঃসৃত তিক্ত রসবিশেষ;
পোঁদ বি (অশি·) ২ পাছা, ২ মলদ্বার।
বচ্ছর বি· (আঞ্চ·) বছর (*বচ্ছরকার দিন*)।**ভোগা**১ বি. (আঞ্চ·) ফাঁকি, প্রতারণা, ধোঁকা (*ভোগা দিয়ে টাকা নিয়ে চলে গেল*)।
মফস্বল—**মফস্সল**-এর অসং· বানানভেদ।
মোষ—**মহিষ**-এর কথ্য রূপ।